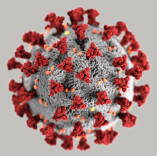

শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯

CENTRE FOR GENOCIDE STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA

শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯

বিপিও- বাংলাদেশ পিস অবসারভেটরি'র একটি উদ্যোগ

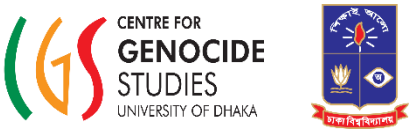

বিপিও উপদেষ্টা পর্ষদ
স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশন
বাংলাদেশ পুলিশ
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
অ্যাকশন এইড
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভোলাপমেন্ট
দি ডেইলি স্টার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদক
অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ

গবেষণা পর্ষদ
অধ্যাপক আমেনা মহসিন
অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন
ড. নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস
ফয়সাল বিন মাজিদ

সম্পাদনা সহকারী
ফারহানা রাজ্জাক
হুমায়ূন কবির
সৌরভ ঘোষ

তথ্য বিজ্ঞানী
উমার গালাদিমা সেহু

গবেষণা সহকারী
এফ এম আরাফাত
আশিক মাহমুদ
ফাইযাহ সুলতানা
শারিন ফাতেমা
তাসনুবা তাজরিন শাওন
আফনান নূর ভূঁইয়া
হাজেরা খানম
শাহ্ মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন
নাদিয়া নূর
তিথি মণ্ডল
নাসরিন জেবিন

সুচিপত্রঃ

শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯ : সার সংক্ষেপ ১
সম্পাদকীয়: ৩
বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৫
নারীর প্রতি সহিংসতা ৮
বাংলাদেশে যুব ও সহিংসতা: গতি ও প্রবণতা ১১
"রোহিঙ্গা পরিচয়" নিশ্চিত হল ১৪
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রভাবঃ প্রেক্ষাপট ২০১৯ ..... ১৬
অবৈধ মাদক পাচারঃ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা ১৮
গণ সহিংসতাঃ একটি সাময়িক বিশ্লেষণ ২৩
ভুয়া সংবাদ ও গণপিটুনির যোগসূত্র ২৬

চিত্রঃ

বিপিও উপাত্ত অনুসারে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ৯

ছকঃ

২০১৯-এ গণসহিংসতার কারন সমূহ / অভিযোগসমূহ ২৪

শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯ : সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) হলো সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর একটি গবেষণা কার্যক্রম। এটি জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর "পার্টনারশিপ ফর আ টলারেন্ট এন্ড ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ" (পিআইটিবি) বা "সহিষ্ণু ও অন্তর্ভূক্তিমূলক বাংলাদেশ" প্রকল্পের একটি অংশ যা শান্তিপূর্ণ বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গণ-নৃশংসতা, সহিংসতা এবং অপরাধের মতো বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। শান্তি প্রতিবেদন হলো বিপিওর বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন যা তথ্য, প্রমাণ, গবেষণা এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সারা বাংলাদেশে সহিংসতার প্রবণতা ও শান্তির অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এর সাথে বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পরিস্থিতিগুলোরও তুলনামূলক পর্যালোচনা করে থাকে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিপিও তথ্য ভান্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯ এ নারী ও তরুণীদের উপর সহিংসতা, যুব সমাজের ওপর সহিংসতার গতি ও প্রবণতা, রোহিঙ্গা পরিচয় সঙ্কট এবং বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অভিনিষ্ক্রমণের প্রভাব, মাদক সংক্রান্ত সহিংসতার বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রবণতা, জন সহিংসতা/গণপিটুনির পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং ভুয়া সংবাদ-গণপিটুনির যোগসূত্রের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। উপরন্তু, উল্লিখিত সমস্যাগুলোর অনুসন্ধানকল্পে প্রতিবেদনটিতে পরিমাণগত (২০১৮ সালে ১১ টি উৎস হতে যা ২০১৯ সালে ১৫ টিতে উন্নীত হয়েছে) এবং মৌলিক রচনা সমূহের পাশাপাশি বিপিও উপাত্তের পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য জাতীয় ও আঞ্চলিক উপাত্তের উৎসগুলির ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা বিবেচনায় ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে দেশে অন্তত চার ধরণের সহিংসতা মৃদু হ্রাস পেয়েছে। সহিংস উগ্রবাদে আগের বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে মৃতের সংখ্যা কমে এসেছে ১৫ থেকে ৪ এ, সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতায় ১৫ থেকে ৯ এ, বন্দুকযুদ্ধে ৬১৪ থেকে ৫৪৩ এ এবং মাদক সংক্রান্ত সহিংসতায় ৪৬৯ থেকে ৩৭৯ এ। তবে মাদক সংক্রান্ত সহিংসতায় ২০১৯ সালে গ্রেফতারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এ সহিংসতায় ২০১৮ সালে ১৩,১১৬ জন গ্রেফতার হলেও ২০১৯ সালে গ্রেফতার হয় ১৩,৫৭৩ জন।

যাইহোক, নারীদের ওপর সহিংসতা, যুব সহিংসতা এবং শিশুদের ওপর সহিংসতার ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র লক্ষণীয়; এসকল ক্ষেত্রে মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে নারী সহিংসতায় মৃতের সংখ্যা ৭৯৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬৯ এ, যুব সহিংসতায় ৫৭৯ থেকে ১২৭৯ তে, এবং শিশুদের ক্ষেত্রে তা ৪১৬ থেকে ৫৬০ এ। ২০১৯ সালে সব রকম লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা; যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি, ঘরোয়া সহিংসতার ও উর্দ্ধমুখি ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমত, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ৬৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০১৯ সালে ২০১৮ সালের তুলনায় ধর্ষণ ১৫৪.১২% এবং যৌন হয়রানি ১৭৬.৬০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে প্রথাগত লিঙ্গ নীতি, সংস্কৃতি চর্চা, অসমতা এবং আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় নারীর ওপর সহিংসতা বাড়ছে। যুব সহিংসতার ক্ষেত্রে, বিপিও উপাত্ত মতে ২০১৯ সালে ৩৩৩৭ টি ঘটনায় তরুণরা সম্পৃক্ত ছিল। এসবের মধ্যে শহুরে কিশোর

গ্যাং, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং মাদকে তাদের সম্পৃক্ততা অধিক মাত্রায় লক্ষণীয়। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, বিপিও তথ্য উপাত্ত বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তরুণরা সবক্ষেত্রে অপরাধী ছিলনা; অনেক ক্ষেত্রে তাদের আক্রান্ত এবং নির্বাপনী শক্তি হিসেবেও দেখা গিয়েছে।

তদুপরি, বাংলাদেশ জন সহিংসতা বা গণ পিটুনি, আন্তঃসীমান্ত সংঘাত এবং রোহিঙ্গা-সম্পর্কৃত সহিংসতারও ক্রমবর্ধমান প্রবণতা প্রত্যক্ষ করেছে। বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছে যা একটি দ্বিমুখী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। একদিকে, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন অনিশ্চিত; শারীরিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক দুর্দশার মতো বিভিন্ন কারনে তারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। অন্যদিকে, কক্সবাজারের শরনার্থী শিবিরে বসবাসরত অল্পসংখ্যক শরণার্থী হতাশার কারণে বিরতিহীনভাবে শিবিরগুলো থেকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীতে তাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য ছোটখাট অপরাধের মতো অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িত হতে দেখা যাচ্ছে। বিপিও উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ২২৪ টি ঘটনায় রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ততা ছিল। যা আগের বছরের তুলনায় ১০৫% বেশি। একইভাবে, বাংলাদেশ ২০১৯ সালে গণ পিটুনিতেও হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছে যা ২০১৮ ও ২০১৭ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৫৭% ও ৮৮% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো, সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার এবং বিষয়গুলোর যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠক, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং বিশ্লেষকদের সহিংসতার প্রমাণ এবং তথ্য চালিত অধ্যয়নের মাধ্যমে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার একটি সাম্যক চিত্র ও ধারণা প্রদান করে শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া।

সম্পাদকীয়

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চীন সরকার প্রথমবারের মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর আগমনী বার্তা দেয়। এই সময়ে নভেল করোনা ভাইরাসের আগমন না ঘটলে হয়তো এই বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদে এর লোগো স্থান পেত না। জানুয়ারির শেষ ভাগে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সেটি প্রকাশিত হয়েছে এপ্রিল মাসে। অবশ্য প্রতিবেদনটি প্রকাশ হওয়ার সময় পিছিয়ে যাওয়ার কারণে শুধু ২০১৯ ই নয় বরং চলতি বছরের প্রথম চার মাসের দিকে আলোকপাত করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তুলনা করা সবসময় যে একটি ভাল দিক তা কিন্তু নয়, তবে এটি আমাদেরকে অবশ্যই একটি ধারণা দেয় যে আসলে কোনদিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। এক বছরের সাথে অন্য বছরের কিংবা এক যুগের সাথে অন্য যুগের অথবা এক শতাব্দীর সাথে অন্য শতাব্দীর তুলনা করলে অবশ্যই তাতে ভিন্নতা পাওয়া যাবে। তবে এটা সত্য যে উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে খুব ছোট পরিসরের উপাত্ত যেমন কাউকে হতাশ করতে পারে আবার বড় পরিসরের উপাত্ত কাউকে উৎফুল্লও করতে পারে। মানুষের জানা, বোঝা এবং আবিষ্কার করার সক্ষমতা অসীম তবে সেটা কিন্তু একদিনে তৈরি হয় না বরং এর জন্য একটি লম্বা সময়ের প্রয়োজন হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ এর সাথে ২০১৮ এর উপাত্ত পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের শান্তি পরিস্থিতি সম্পর্কে এক মিশ্র ধারণা পাওয়া গেছে। ২০১৯ এর সাথে ২০১৮ এর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এক বছরের ব্যবধানে দেশে অন্তত চার ধরনের সহিংসতার মাত্রা কমেছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে উগ্রবাদ ভিত্তিক সহিংসতায় ২০১৮ সালে যেখানে ১৫ জন নিহত হয়েছিল সেখানে ২০১৯ সালে এসে তা কমে ৪ জনে নেমে এসেছে। উগ্রবাদ নিরসনে বাংলাদেশ যে তুলনামূলক উন্নতি করেছে তার প্রতিফলন দেখা গেছে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকেও। গেলো বছরে গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্সে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি থেকে ছয় ধাপ কমে বাংলাদেশ ৩১ নম্বরে এসেছে। ২০১৮ সালে একই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫।

সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিভাগেও উন্নতির ছাপ লক্ষ করা গেছে। ২০১৮ সালে বিভিন্ন সহিংসতায় ১৫ জন সংখ্যালঘু প্রাণ হারিয়েছিলেন তবে ২০১৯ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৯ এ। স্পষ্টতই লক্ষ করা যাচ্ছে যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে এনআরসি'র নামে সংখ্যালঘুদের যে নিপীড়ন চলছে তার প্রভাব বাংলাদেশে পরেনি। বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে গত বছর বন্দুক যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা আগের বছরগুলোর তুলনায় কমেছে। ২০১৮ সালে বন্ধুক যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৬১৪, যা ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪৩ এ। এদিকে মাদক সংশ্লিষ্ট সহিংসতায় নিহতের সংখ্যাও কমেছে। ২০১৮ সালে বিভিন্ন ঘটনায় যেখানে ৪৬৯ জন নিহত হয়েছিলেন সেখানে ২০১৯ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৭৯ এ। তবে বেড়েছে গ্রেফতারের সংখ্যা। ২০১৯ সালে গ্রেফতার হন ১৩৫৭৩ জন তবে আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১৩১১৬। তবে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে অন্যান্য সহিংসতার ক্ষেত্রে। বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা, তারুণ্য সংশ্লিষ্ট সহিংসতা, শিশুর প্রতি সহিংসতা বিভাগে। এই তিনটি বিভাগেই ২০১৯ সালে আগের বছরের তুলনায় নিহতের সংখ্যা বেড়েছে। বিভিন্ন সহিংসতায় ২০১৯ সালে ৮৬৯ জন নারী নিহত হয়েছেন, আগের বছর এ সংখ্যা ছিল

৭৯৩। এছাড়া গেলো বছর বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১২৭৯ তরুণ যা আগের বছর ছিল ৫৭৯। আর গত বছর বিভিন্ন সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছে ৫৬০ জন শিশু। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৪১৬।

একথা অনস্বীকার্য যে কোভিড-১৯ বাংলাদেশ সহ সমগ্র বিশ্বকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোভিড-১৯ এর আগমন এমন একটি সময়ে ঘটেছে যখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল এবং ভারত সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি বড় দেশ গুলিতে রক্ষণশীল বা ডানপন্থী শক্তি ক্ষমতায় রয়েছে। জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষার নাম করে এসব দেশে যখন নির্বাচনে জেতার বা ক্ষমতায় থাকার রাজনীতি চলছে সেই সময়ে করোনার আগমন সেসব দেশকে আরও খারাপ অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানী এবং নীতিনির্ধারকদের সতর্কবাণী সত্ত্বেও বৃহৎ অর্থনীতির রাষ্ট্রসমূহ এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতও সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকায় বাংলাদেশকেও এক্ষেত্রে ভুগতে হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র মতে, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে মার্চের ১৪ তারিখ সব ধরনের বিমান চলাচল বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কমপক্ষে সাড়ে ৪ লাখ থেকে সাড়ে ৫ লাখ অভিবাসী বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ফিরেছেন। বলা বাহুল্য এদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন মেনে চলছেন কিনা তা সঠিকভাবে তদারক করা সম্ভব হয়নি। এখন সুন্দরভাবে এবং সাহসিকতার সাথে এ ভাইরাসকে মোকাবিলা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই।

তাহলে কিভাবে এ মহামারীর সাথে লড়াই করা যাবে? প্রথমেই সবধরনের ভয় কে দূর করতে হবে। কারণ করোনা-ভীতি পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, করোনা মোকাবিলায় যেসব দেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যেমন চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম সেসব দেশ থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। তৃতীয়ত, জরুরিভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মাঝে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম বাড়াতে হবে যা অতীতে বহু প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। চতুর্থতত, জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি আমলে নিতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতই আরেক উন্নয়নশীল দেশ ভিয়েতনাম অনুকরণীয় হতে পারে। পঞ্চমত, নাগরিক-সামরিক সম্পর্ককে কাজে লাগানো। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে তার সামরিক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, লকডাউন কার্যকরের পাশাপাশি সেনাবাহিনী খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহসহ আন্তঃজেলা যোগাযোগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ষষ্ঠত, অর্থনীতিকে পুনরায় চাঙ্গা করা। এক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে যেহেতু করোনায় তাঁরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সপ্তমত, এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাকে কিভাবে ডিজিটালাইজড করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে হবে। সর্বোপরি মানুষের মনে আস্থার একটা জায়গা তৈরি করতে হবে। মানুষের মনে আস্থার ক্ষেত্রটা তৈরি করতে না পারলে বর্তমান পরিস্থিতি বা যেকোনো সংকট কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব না হলেও কোনভাবেই তা সহজ হবে না।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার কেন্দ্রস্থল ছিল দেশের উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে শহীদ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামী শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। এই গণহত্যার ৪১ বছর পর ২০১২ সালের ২৫শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। গণহত্যা, সহিংসতা ও অপরাধের বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে সম্বোধন ও প্রশমনের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাওয়া সিজিএসের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে সিজিএস বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডে জড়িত, যার একটি হচ্ছে বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) [Bangladesh Peace Observatory (BPO)]। বিগত তিন বছরের অধিক সময় যাবৎ সিজিএস বিপিও'র মাধ্যমে বাংলাদেশের অপরাধ ও সহিংসতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, ম্যাপিং ও তা নিয়ে নিয়মিত গবেষণা করে আসছে। 'বিপিও' জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি'র পার্টনারশিপ ফর এ টলারেন্ট এন্ড ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ'র [Partnerships for a Tolerant and Inclusive Bangladesh" (PTIB)] একটি অংশ।

www.peaceobservatory-cgs.org তে প্রবেশযোগ্য এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটি ২০১৭ সালের ১৩ এপ্রিল জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়। এর পর থেকে বিপিও প্রতিনিয়ত সর্বজনীনভাবে উপলভ্য উপাত্ত সংগ্রহ করছে এবং নতুন ঘটনাসমূহ যুক্ত করে যাচ্ছে যা শিক্ষা, গবেষণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধ ও সহিংসতাকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারার পথ সুগম করছে।

বিপিও জিআইএস (ভৌগলিক তথ্য নির্ধারক)-ভিত্তিক ম্যাপিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স (তথ্য বিশ্লেষণ) প্রযুক্তি-সম্পন্ন উন্মুক্ত তথ্য পরিবেশন করে যা ব্যবহারকারীদেরকে সময়, ভৌগলিক বিস্তার এবং ধরণের ভিত্তিতে সহিংসতা, অপরাধ এবং অন্যান্য তথ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। এছাড়া বিপিও তথ্য ভান্ডারে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরের (বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা) স্বয়ংক্রিয় প্রোফাইল। বিপিও ব্যবহারকারীরা সহিংসতার প্রবণতা, অবস্থান, সংঘটক এবং এর প্রভাবে মৃত্যু, আহত, গ্রেপ্তার এবং সম্পদের ক্ষতির দিক অনলাইনে দেখতে, ফিল্টার করতে এবং বিশদ গবেষণার জন্য বিনামুল্যে ডাউনলোড করতে পারেন। এখন অবধি, বিপিওতে জানুয়ারী ২০১৫ থেকে এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত তথ্য উন্মুক্ত রয়েছে। বর্তমানে দৈনন্দিন অপরাধ ও সহিংসতার তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথে বিপিও ২০১৪ সালের তথ্য সংগ্রহ করছে এবং আরো অতীতের তথ্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। উপদেষ্টামণ্ডলী কর্তৃক প্রদানকৃত পরামর্শ এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সময়ানুক্রমে বিপিও উন্নত কাঠামো, নতুন অনুসন্ধান বিকল্প এবং উন্নত ফিল্টারিং বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): মূল কার্যক্রম

জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি'র 'পার্টনারশিপ ফর এ টলারেন্ট এন্ড ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ' গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিপিও নিম্নোক্ত কর্মসম্পাদন করে থাকেঃ

- অপরাধ ও সহিংসতা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও উন্মুক্ত বিশ্লেষণঃ জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে বিপিও সারা বাংলাদেশে থেকে মোট ২৬০৩৮ টিরও বেশি ঘটনা তথ্য হিসেবে সংগ্রহ করেছে। এই ঘটনাগুলি একটি অনলাইন ড্যাশবোর্ডে প্রবেশ করানো হয় এবং যথাযথ যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার পর ওয়েবসাইটে তা উন্মুক্ত করা হয়।
- মাইক্রো-ন্যারেটিভ (ক্ষুদ্র আখ্যান)ঃ দেশের শান্তি ও সহিংসতার গতিশীলতা বোঝার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে বিপিও সিজিএসের নানাবিধ গবেষণায় সংগৃহীত ক্ষুদ্র আখ্যান-সমূহ এর বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে।
- দ্বীমাসিক/পাক্ষিক/বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশঃ বিপিওর অংশ হিসাবে, সিজিএস বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শান্তি প্রতিবেদন (পিস রিপোর্ট) প্রকাশ করে। এই পর্যন্ত মোট ১৬টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৯ সালে, সিজিএস মোট ছয়টি দ্বিমাসিক ও একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকল প্রতিবেদন http://peaceobservatory-cgs.org/#/peace_report লিঙ্কে পাঠ এবং ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বিপিও নিয়িমিত অনলাইনে সাপ্তাহিক/মাসিক শান্তিচিত্র (পিস গ্রাফিক্স) প্রকাশ করে থাকে যা শুধুমাত্র গ্রাফিক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশের সহিংসতা পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করে। সকল শান্তিচিত্র http://peaceobservatory-cgs.org/#/highlights লিঙ্কে পাঠ এবং ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সম্মেলনঃ সিজিএস প্রতিবছর গণহত্যা ও গণ-সহিংসতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যাতে বিপিও'র সহযোগিতায় একটি সহিংস উগ্রবাদ সংশ্লিষ্ট প্যানেল থাকে।
- ফেলোশিপঃ ২০১৮ সাল হতে বিপিও ফেলোশিপ আকারে গবেষণা অনুদান প্রদান করছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক কাজের মাধ্যমে বিপিও তথ্য ভান্ডারের সাথে গবেষকদের সম্পৃক্ত করা। ২০১৯ সালে চূড়ান্ত বাছাইয়ের মাধ্যমে দুইজন শিক্ষক, একজন মানবাধিকার কর্মী ও একজন পেশাজীবী সহ মোট চারজনকে ফেলোশিপ-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
- সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ গবেষণাঃ ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় সিজিএস বিভিন্ন সময়ে যৌথ গবেষণাকার্য পরিচালনা করছে। এই কর্মকান্ডে বিপিও গবেষণার জন্য তথ্য ও ম্যাপিং সহায়তার পাশাপাশি উন্মুক্ত তথ্য আহরণ এবং একাডেমিক ও নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণে ভূমিকা রাখছে।
- সহিংস উগ্রবাদ দমন শীর্ষক পেশাদারী কোর্স (Professional Certificate Course on Preventing Violent Extremism): বিগত বছরসমূহে সিজিএস মোট পাঁচটি কোর্স সাফল্যের সাথে আয়োজন করেছে। এই কোর্সটিতে সহিংস উগ্রবাদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ পাঠদান করেন এবং সিজিএস এই কোর্সের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহন করে থাকে। এতে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সমূহের চৌকশ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ অংশগ্রহন করেছেন।

- ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামঃ আন্তর্জাতিকভাবে বিপিওকে সুপরিচিত করতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে সিজিএস এবং ইউএনডিপি নিয়মিত ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে।
- উপদেষ্টা পর্ষদ সদস্যদের সাথে যৌথ প্রোগ্রামঃ বিপিও উপদেষ্টা বোর্ড সরকারী সংস্থা, প্রতিরক্ষা বাহিনী, বেসরকারী সংস্থা, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম- এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অনন্য পর্ষদ। উপদেষ্টা বোর্ড নিয়মিত সভার মাধ্যমে তথ্য যাচাইকরণের অগ্রগতি, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা, একাডেমিক গবেষণা, ফেলোশিপ সিলেকশন বোর্ড গঠন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এবং বিপিওর সামগ্রিক উন্নতির জন্য পরামর্শ দান করেন। এছাড়াও উপদেষ্টা বোর্ড বিভিন্ন উপাত্তের সাহায্যে অপরাধ ও সহিংসতার পরিস্থিতি পর্যালোচনা, যৌথ গবেষণা ও কর্মসূচী পরিচালনা এবং ক্ষুদ্র আখ্যান-সমূহের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। উপদেষ্টা বোর্ডে সদস্য হিসেবে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পুলিশ, স্টপ ভায়োলেন্স কোয়ালিশন, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, দি ডেইলি স্টার, একশনএইড এবং ২০১৯ সালে যোগদানকৃত বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও): তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইকরণ পদ্ধতি

বিপিও তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে যা ওয়েবসাইট ডেভেলপার সংস্থা জেটেক সিস্টেমের কারিগরি সহায়তায় প্রণীত। তথ্য সংগ্রহের এই অনলাইন সিস্টেমটি ব্যবহার করে বিপিও'র গবেষণা-তথ্য বিশ্লেষক দল একটি কোডবুক অনুসরণ করার মাধ্যমে ঘটনা শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে নথিভুক্ত করে। লিপিবদ্ধ করার পর তথ্যটি একটি নিবিড় যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়। ১৫টি[1]জাতীয় ও আঞ্চলিক খবরের কাগজ ও তাদের ওয়েবসাইট হতে ২০১৯ সালের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

[1] দৈনিক প্রথম আলো, দি ডেইলি স্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, দি ডেইলি নিউ এজ, দি ডেইলি বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক পূর্বকোন (চট্টগ্রাম), আজকের বার্তা (বরিশাল), আজকের ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ), দৈনিক পূর্বাঞ্চল (খুলনা), দৈনিক করতোয়া (বগুড়া), দৈনিক সিলেটার ডাক (সিলেট)।

নারীর প্রতি সহিংসতা

নাদিয়া নূর
আশিক মাহমুদ

নারীর প্রতি সহিংসতা মানবাধিকার লঙঘনের এমন একটি অধ্যায় যা প্রায়শঃ লোকচক্ষুর আড়ালে এবং অপ্রকাশিত থেকে যায়। বিশ্বব্যাপী নারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বয়স এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে নানাবিধ সহিংসতার শিকার হচ্ছে । ধারনা করা হয় যে, বিশ্বজুড়ে ০২-১৭ বছর বয়সী একশ কোটিরও বেশি শিশু শারীরিক লাঞ্ছনা, যৌন হয়রানি, মানসিক নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হয়। সাধারণত, জন্ম থেকে নারীত্ব পর্যন্ত একটি কন্যাশিশু বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে । বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারীরা শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন উভয় সময়ই বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । নারীরা নিজ গৃহ হতে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত বিশেষ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ধরনের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয় তা তাদের সার্বিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে । বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরিবার্ষিক (বিপিও) র' -এর এই অংশে ২০১৮ শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯১৯এই দুই বছরের নারীর , প্রতি সহিংসতাশীর্ষক উপাত্তের- -সহিংস) আলোকে (অহিংস একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[2] এই প্রতিবেদনটি নারীর প্রতি সহিংসতার নির্ধারক সমূহ চিত্রিত করার প্রয়াস মাত্র।

সতেরোটি সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত বিপিও উপাত্ত অনুসারে গত দুই বছরের নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বিশেষ করে শিশু ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনাগুলো উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বৈষম্যমূলক লিঙ্গ নীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান এই সমস্যাকে আরো প্রকট করে তুলেছে । বিপিও তথ্য অনুসারে ২০১৯ সালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা – সালের ২০১৮ তুলনায় ৬৯পেয়েছে বৃদ্ধি ৪৯ শতাংশ.। নারীরা তাদের পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণপরিবহন, কর্মক্ষেত্র এবং যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাতের সময় পরিচিত বা অপরিচিতজনদের দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়।

নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রণীত আইন ও নীতিমালা গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য

[2] গবেষণার প্রয়োজনে অন্যান্য গৌণ উৎস যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য ফাউনডেশন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন সাময়িকী, এবং বইয়ের সহায়তা নেয়া হয়েছে। তবে নারীর প্রতি সহিংসতার সর্বাধিক সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ এবং বয়সের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয়েছে। এই লেখায় লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন জাতীয় স্তরের সংস্থার উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এসব সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুসারে সহিংসতার হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও প্রতিবেদনটি বিদ্যমান আইনি ব্যবস্থাপনারও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করে, যা জাতীয় ও বিশ্বব্যাপী নারীদের অধিকার রক্ষক হিসেবে কাজ করে। বিস্তারিত প্রতিবেদনটি ইংরেজিতে পাঠ করার জন্য লগইন করুন http://peaceobservatory-cgs.org/#/peace_report□

বিলোপ সংক্রান্ত রীতিনীতি, এবং নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, অপমানজনক আচরণ ও শাস্তি বিরোধী চুক্তি ।

নারী অধিকার রক্ষার্থে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে কিছু সনদ এবং নীতিমালা রয়েছে । জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০০২ সালে কিছু প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছিল । ইউএনএসসিআর প্রস্তাবনা" দেশগুলোকে সদস্য মাধ্যমে ১৩২৫ এর-সংঘাত রোধ, শান্তিসুরক্ষা- রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচারেনা "রীর অংশগ্রহণ বাড়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়াও ইউএনএসসিআর প্রস্তাবনা ১৮২০, ১৮৮৮, ১৮৮৯, ১৯৬০, ২১০৬, ২১২২, ২২৪২, এবং ২২৭২ এ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে বিভিন্ন কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। দক্ষিন এশিয়ায় নানাবিধ সহিংসতা প্রতিরোধ করতে ১৯৮৫ সালে আঞ্চলিক সংস্থা সার্ক (SAARC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । সার্ক কনভেনশনের এর মূল লক্ষ্য হলো হিংসা প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও শিশু অধিকার রক্ষা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করা । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০, ২৭, ২৮ (১)(২) (৩) (৪), ২৯, ৬৫এ নারীর প্রতি (৩) বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং নারী পুরুষের সম অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে । এছাড়াও নারী অধিকার সংরক্ষণে প্রণীত নীতিমালাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ১৯৬১-, শিশু আইন১৯৭৪-, মুসলিম বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ আইন১৯৭৪-, যৌতুক নিরোধন আইন১৯৮০-, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা দমন আইন২০০০-, এবং এসিড সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ আইন২০০২-।

বিপিও উপাত্ত অনুসারে ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা

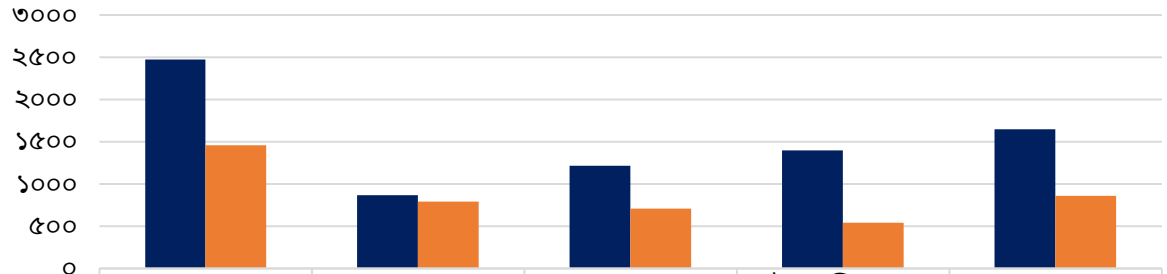

	সহিংস ঘটনা	মৃত্যু	আহত	যৌন সহিংসতার শিকার	গ্রেপ্তার
২০১৯	২৪৭৩	৮৬৯	১২১৮	১৪০১	১৬৫০
২০১৮	১৪৫৯	৭৯৩	৭১০	৫৪৩	৮৬১

বিপিও উপাত্ত অনুসারে নারীর প্রতি সহিংসতায় ২০১৯ সালে একক জেলা হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করছে যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ, ২০১৮ সালে যা ছিল ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়া। ২০১৯ সালে ২০১৮

সালের তুলনায় নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ৬৯৪৯ শতাংশ., সহিংসতায় মৃত্যু ৯৫৮ শতাংশ., আহত ৭১৫৫ শতাংশ., যৌন নির্যাতন ১৫৮০১ শতাংশ., এবং গ্রেপ্তার ৯১পেয় বৃদ্ধি ৬৩ শতাংশ.েছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উপাত্ত অনুসারে ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে যৌন নিপীড়নের সংখ্যা ৯৩পেয়েছে বৃদ্ধি ০৩ শতাংশ.। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর উপাত্ত অনুসারে ২০১৮ সালে শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৩৫৬, ২০১৯ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০২ এ। যা গত বছরের তুলনায় ১৫৩৩৭. শতাংশ বেশি। লিঙ্গ সমতা নির্ধারণকারী গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচক ২০১৯ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত (১১২) এবং পাকিস্তানের (১৫১) তুলনায় বাংলাদেশ (৫০) ভালো অবস্থানে বিরাজ করছে।

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার চালু হলেও নির্যাতন প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা পারিবারিক সম্মান, ভঙ্গুর আইনি কাঠামো, বিচারহীনতা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুশাসন এবং সামাজিক অবস্থানের কথা চিন্তা করে অধিকাংশ নারীই নির্যাতনের খবর গোপন করে যায়। তদুপরি, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। মূলত অর্থনীতি, সমাজ ও জীবিকার ক্ষেত্রে নারীর অবদান ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। গৃহস্থালি কাজে নারীর অবদানের অর্থমূল্য না থাকায় জিডিপিতেও তা উপেক্ষিত থেকে যায়। সুতরাং অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুধুমাত্র সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনই নয় বরং সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরী ।

বাংলাদেশে যুব ও সহিংসতা: গতি ও প্রবণতা

তিথি মণ্ডল
শাহ মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন

তরুণ বা যুব সমাজ জাতির মূল্যবান সম্পদ। যে দেশের তরুণ জনসংখ্যায় যত বেশি সে দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাও ততো বেশি। সুপরিকল্পিতভাবে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিনত হতে পারে । বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৬০ কোটির অধিক সংখ্যক তরুণ বিভিন্ন সংঘাত প্রবণ অঞ্চলে বসবাস করছে। এসকল সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলসহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা, সুশাসনের অভাব ও বেকারত্ব তরুণদের নানা ভাবে প্রভাবিত করে বিভিন্ন সংঘাত পূর্ণ ও হিংসাত্বক কর্মকান্ডের দিকে পরিচালিত করছে যাকে যুব সহিংসতা বলা হয়ে থাকে। প্রায় ২.৭৪ কোটি তরুণের দেশ বাংলাদেশও একই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। প্রচলিত ধারণা মতে, যুব সহিংসতা হচ্ছে তরুণদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতা। কিন্তু অপরপক্ষে তারা যে অনেক ক্ষেত্রে সহিংসতায় আক্রান্ত এমনকি সহিংসতা নির্বাপনেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে তার আলোচনা কমই হয়। সিজিএস বার্ষিক শান্তি প্রতিবেদন ২০১৯ এর এই অংশে এসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহ বাংলাদেশের যুব-সহিংসতার একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা হলো।

যুবা বা তরুণ কারা তা নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) এর কোডবুক এ বয়সকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। যেমন বালক, বালিকা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিপিওর কোড বুকে ঐ সকল ঘটনা সমূহের সমন্বয়কে সহিংস ঘটনা বলা হয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক বল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে; যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু, জখম অথবা অন্যকোন ধরণের শারীরিক অথবা সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

বিপিওর উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৯ সালে সারাদেশে এমন ৩,৩৩৭ টি ঘটনা ঘটেছে যার সাথে যুবা বা তরুণরা জড়িত ছিল। এর মধ্যে ২,৭৯০ টি ঘটনা ছিল সহিংস এবং ৫৪৭ টি অসহিংস; যেখানে ২০১৮ সালের মোট ঘটনার সংখ্যা ছিল ১,৬৯০ টি। উপাত্ততে আরও দেখা গেছে, যুবা রা সহিংসতা সংঘটনকারি না হয়ে বরং সহিংসতায় আক্রান্ত ই হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। প্রায় ২,২২৮ টি এমন ঘটনা পাওয়া গিয়েছে যেখানে যুবা বা তরুণরা সহিংসতায় আক্রান্ত হয়েছে। তবে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে মেয়েরা, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। একই সালে সর্বমোট ৩,০১৫ টি ঘটনার মধ্যে মাত্র ৭৮৭ টি ঘটনায় যুবাদের সংঘটক হিসেবে পাওয়া গেছে। যার মধ্যে যুবকদের দ্বারা ৪৫৫ টি, বালিকাদের দ্বারা ১১০ টি, বালকদের দ্বারা ৮৬ টি, ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন দ্বারা ৮২ টি এবং অন্যান্য ছাত্রদের দ্বারা ৮৬ টি সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে। এসকল ঘটনার মধ্যে বিপিওর উপাত্তে তরুণদের অধিক মাত্রায় যৌন অপরাধে জড়িত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা সঠিক নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা থেকে তরুণদের দূরে সরে যাওয়ার আভাস দিচ্ছে।

যেখানে নৈতিক শিক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে একই সাথে বিপরীত চিত্রও লক্ষণীয় । অর্থাৎ নির্বাপনী শক্তি হিসেবেও বাংলাদেশে যুবাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য; যেমন ৮০'র দশকে দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে যুব সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এখনও বিভিন্ন দূর্নীতি, অনিয়ম, যৌন হয়রানী এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে যুবাদের বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী কন্ঠস্বর প্রায়শই শোনা যায়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও কখনও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আবার কখনোবা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। এই সচেতন তারুণ্যই বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কান্ডারি।

এই উজ্জ্বলতা ম্লানের আশংকা দেখা দেয় যখন বিপিও উপাত্ততে দেখা যায় ২০১৯ সালে/ গত বছর মোট ১,২৭৯ জন তরুণের সহিংসতায় মৃত্যু, ২,৬৮১ জন আহত এবং ১,৭৭৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। আর যে সকল ঘটনার কারনে এসব ঘটেছে তার মধ্যে হামলার সংখ্যা ছিল ১,৬৮০, যৌন নিপীড়নের সংখ্যা ছিল ১,০৩০ টি এবং অপহরনের সংখ্যা ছিল ১৯০ টি। এসব বাদে আরও প্রায় ষোল ধরণের সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যেখানে যুবাদের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্যনীয়। উপাত্তে আরও দেখা যায় সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিভাগে যেখানে মোট সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ৮৬৫ টি, মৃতের সংখ্যা ৪০৯ টি এবং হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ৯২০টি। ঢাকার পরেই ৫৭১ টি সহিংস ঘটনা, ২২৯ মৃত্যু এবং ৫১০ টি হতাহতের ঘটনা নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ। উত্তরবঙ্গের মধ্যে রাজশাহী বিভাগ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।

যুবা সহিংসতার প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবেই শহুরে কিশোর গ্যাং সংস্কৃতির কথা আসে। বর্তমানে রাজধানী ঢাকা শহরের প্রায় ৮ - ১০ হাজার তরুণ বিভিন্ন গ্যাং এর সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত। যেখানে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ এর মধ্যে মাত্র ৩,৫০০ এর মত তরুণ এই অপসংস্কৃতিতে জড়িত ছিল। ২০০০ থেকে ২০১০ এই ১০ বছরের মধ্যে এতে আরও প্রায় ৪,৮৮২ জন যুক্ত হয়। ঢাকায় বর্তমানে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ টি কিশোর গ্যাং রয়েছে যেখানে ১৪/১৫ বছর থেকে শুরু করে ২০/২২ বছর এর মধ্যে বিভিন্ন বয়সের সদস্য রয়েছে।[3]

গ্যাং সংস্কৃতি তুলনামূলক নতুন হলেও বিশ্বে রাজনৈতিক সহিংসতার ইতিহাস বেশ পুরনো। রাজনৈতিক সহিংসতা বলতে ঐ সকল সহিংসতাকে বুঝানো হয়ে থাকে যা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ঘটে থাকে। ২০১৯ সালের বিপিও উপাত্তে দেখা যায় আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ৩০১ টি সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে যা রেকর্ড সংখ্যক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এসকল সহিংসতা কোন না কোন রাজনৈতিক নেতার অসৎ উদ্দেশ্যের ফল। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের ছত্রচ্ছায়ায় থাকার ফলে ছাত্র সংগঠন গুলো আইন অমান্য করার স্পর্ধা দেখাতে পারছে। পাশাপাশি আজকাল বিভিন্ন মরনঘাতি মাদকেও বাংলাদেশী যুবাদের আসক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও, বিপিও উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালে এমন ১,৬৯০ টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে তরুণরা জড়িত ছিল। এর মধ্যে ১,৪৭৫ টি সহিংস এবং ২১৫ টি অসহিংস ঘটনা ছিল । ২০১৯ সালে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৩,৩৩৭ এ অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুন। যার মধ্যে ২,৭৯০ টি সহিংস এবং

[3] *Dhaka Tribune*, 2019, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/07/22/teen-gangs-rearing-their-ugly-heads. Accessed 15 January 2020.

বাকি ৫৪৭ টি অসহিংস ঘটনা। সহিংসতায় যুবাদের অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায় বিপিও তথ্যশালা থেকে যাতে দেখা যায় পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়েঃ

* রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সবচেয়ে বেশি সহিংস ঘটনায় সংঘটনকারী হিসেবে দেখা গেছে।
* সহিংস ঘটনায় মেয়েরা বেশি মাত্রায় জড়িয়েছে।
* অপরাধ মূলক কর্মকান্ডে তরুণরা বেশি জড়িয়ে পড়ছে এমনকি আক্রান্ত হিসেবেও।
* আক্রান্ত হিসেবে মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য এই নতুন প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখা জরুরী তাই শিশুদের আরও সুরক্ষিত করতে পূর্বের বিধান বাতিল করে বাংলাদেশ নতুনভাবে 'শিশু আইন ২০১৩' কার্যকর করেছে। এই আইনে "পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার" ধারণাটি প্রবর্তন করা হয়েছে যেখানে কোনও সহিংসতায় আক্রান্ত শিশুকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উপরন্তু, যুবাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় 'জাতীয় যুব নীতি ২০১৭' তৈরি করেছে যার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন ভাবে যুব সমাজকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করা। এছাড়াও যুবাদের সহিংসতার পথ থেকে ফিরিয়ে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে হলে অনতিবিলম্বে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমনঃ

* সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা
* রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
* আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
* অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা
* সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের চর্চা বৃদ্ধি
* সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেওয়া ও ঘৃণ্য বক্তব্য থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা।

যুব সহিংসতার বৃদ্ধি উদ্বেগ জনক, তাই যুবা দের সহিংসতা থেকে ফেরাতে সম্ভব্য সকল রকমের ব্যবস্থা নেওয়া এখন সময়ের দাবী।

"রোহিঙ্গা পরিচয়" নিশ্চিত হল

সৌরভ ঘোষ

২০ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ছিল আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের (আইসিজে) দিকে যখন জাতিসংঘের এই শীর্ষ আদালতটি এক ঐতিহাসিক রায়ে ঘোষণা করল যে মিয়ানমারকে অবশ্যই রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পশ্চিম আফ্রিকার ছোট্ট দেশ গাম্বিয়া যখন মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের অভিযোগ এনে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করল তার কিছুদিন পরই এলো এই ঐতিহাসিক রায় যা রোহিঙ্গাদের তথা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত মানুষদের জন্য নৈতিক বিজয় বলে মনে করা হচ্ছে।[4] ১৯৪৮ সালে বার্মা (বর্তমানে মিয়ানমার) ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই মূলত রোহিঙ্গারা দেশটির রাখাইন রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক নির্যাতন, বৈষম্য ও রাষ্ট্রহীনতার মুখোমুখি হয়েছে।[5] এই ধরনের নির্যাতন দীর্ঘকাল ধরে রোহিঙ্গা নারী, শিশু এবং পুরুষদের বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে।

এ নিয়ে তিনবার, ১৯৭৮, ১৯৯১ এবং সর্বশেষ ২০১৭ সালে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালানো হয় যা একে এশিয়ার বৃহত্তম শরণার্থী সংকটে পরিণত হয়েছে।[6] নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালে কয়েক হাজার রোহিঙ্গার বাংলাদেশে প্রবেশকে খুব সহজেই সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বিপর্যয়কর ঘটনা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রায় ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর কক্সবাজারের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বাস করছে।[7] আইসিজের রায়ের পর এখন এটা ধারণা করা যায় যে মিয়ানমারের পক্ষে জাতিসংঘের শীর্ষ এই আদালতের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে রোহিঙ্গা জনগণের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

আইসিজের রায়ের সারসংক্ষেপ

দু'জন অ্যাডহক বিচারক (প্রতিটি দল মনোনীত একজন) সহ পনেরো জন আন্তর্জাতিক বিচারকের প্যানেল এক পর্যবেক্ষণে বলেছেন রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং রোহিঙ্গা জনগণ অবশ্যই এই অধিকারগুলির সুরক্ষার দাবিদার। তদুপরি, আদালত রায়ে জাতিসংঘের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনের কথাও উল্লেখ করেছে যাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী গণহত্যার ঝুঁকিতে রয়েছে।

4 "Defending the indefensible Aung San Suu Kyi defends Myanmar at the ICJ in The Hague". *The Economist*, 8 December 2019, https://www.economist.com/asia/2019/12/08/aung-san-suu-kyi-defends-myanmar-at-the-icj-in-the-hague. Accessed 25 January 2020.
5 "Rohingya Refugee Crisis". UN OCHA, 2 April 2019, https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis. Accessed 20 January 2020.
6 *ibid*
7 "Not a single Rohingya wants to go back: Buses back to Myanmar left empty as refugees mark second year since fleeing genocide". *The Independent*, 22 August 2019, https://www.independent.co.uk/news/world/asia/myanmar-rohingya-crisis-muslims-refugees-genocide-bangladesh-a9074851.html. Accessed 23 January 2020.

আদালতের আদেশ অনুযায়ী মিয়ানমারকে অবশ্যই জাতীয় বা জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিনাশ ঘটে এমন সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। সুতরাং মিয়ানমারকে কেবল যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে হত্যা নির্যাতন বন্ধ করতে হবে তাই নয় বরং তাদের কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি যাতে না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়াও আদালত মিয়ানমারকে তার সেনাবাহিনীর লাগাম টেনে ধরতে নির্দেশ দিয়েছে। আদালত বলেছে, সেনাবাহিনী কিংবা অন্য যে কোন ধরনের নিরাপত্তা বাহিনী যাতে গণহত্যা না চালায় কিংবা উস্কানি না দেয় সেজন্য সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা গণহত্যা সংক্রান্ত যেসব অভিযোগ এসেছে, সে সংক্রান্ত তথ্য- প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে। এর সাথে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য মিয়ানমার কি ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী চারমাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতের কাছে জমা দিতে হবে। এরপর প্রতি ছয়মাসে একটি করে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আইসিজে বিধির ৪১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের অস্থায়ী আদেশটি এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করা হবে, যা মিয়ানমারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংস্থাটির উপর চাপ বাড়িয়ে তুলবে।[৪] যদিও নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল তবে আদালতের আদেশ অনুযায়ী অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তটি রোহিঙ্গাদের জন্য নৈতিক বিজয় হিসেবে কাজ করবে। শুধু তাই নয়, এই রায়ের ফলে বিশ্বের সর্বাধিক নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও পরিচয়ও নিশ্চিত করা গেছে। এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক আইনি সংস্থা কর্তৃক এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘটনা ঘটল। এই রায়ের একটি অনন্য দিক হল এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক রোহিঙ্গাদেরকে বাঙ্গালি বা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। সর্বোপরি, এটা বলা যায় যে এই রায় সঠিক দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য ছোট একটি পদক্ষেপ মাত্র, তবে সামনের পথ দীর্ঘ এবং বন্ধুর।

[8] "World Court Rules Against Myanmar on Rohingya". Human Rights Watch, 23 January 2020, https://www.hrw.org/news/2020/01/23/world-court-rules-against-myanmar-rohingya. Accessed 30 January 2020.

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রভাবঃ প্রেক্ষাপট ২০১৯

ফাইজাহ সুলতানা

রোহিঙ্গা শরনার্থীরা এদেশে আসার পর থেকেই বিভিন্ন বাংলাদেশি এবং আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতা পেয়ে আসছে। ২০১৭ থেকে ২০১৯, এই দীর্ঘ ২ বছর রোহিঙ্গাদের অবস্থান স্থানীয় পরিবেশ পরিবর্তনে ব্যাপক ভুমিকা রাখছে। অত্যন্ত ঘনবসতিপুর্ণ ক্যাম্পগুলোতে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরনার্থীরা এককথায় মানবেতর জীবনযাপন করছে যা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।[9] এরই মাঝে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রোহিঙ্গারা তাদের নেতৃত্ব ঠিক করার জন্য নির্বাচন করেছে[10] এবং ২৫ আগস্ট ক্যাম্পের ভেতরে গনহত্যা দিবস পালন করেছে।[11] কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানলে এই বিপুল জনগোষ্ঠির কী দূরাবস্থা হবে এই নিয়েও বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত। পাশাপাশি কক্সবাজারের সার্বিক পরিস্থিতিতেও পরিবর্তন এসেছে যার পেছনে এই সংকটাপন্ন মানুষদের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষিকাজে মজুরি কমে যাওয়া, পন্যের দাম বৃদ্ধি, আবাদযোগ্য জমি বেদখল, মাছ ধরার সীমানা কমে আসা ইত্যাদি প্রভাব এখন সেখানে বিদ্যমান।[12] এছাড়া, এই দীর্ঘকালীন বসবাসের ফলে আশ্রিতের প্রতি আশ্রয়দাতা স্থানীয়দের সহযোগিতার মনোভাব কিছুটা হলেও কমেছে।[13]

বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) এর উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৯ সালে মোট ২২৪টি রোহিঙ্গা-সম্পর্কিত ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে ৮০টি ঘটনা সহিংস এবং বাকী ১৪৪টি ঘটনা অহিংস।[14] ২০১৮ সালে মোট ১০৯টি ঘটনা ঘটে যার মধ্যে ৪০টি সহিংস এবং ৬৯টি অহিংস। সুতরাং বলা যায়, ২০১৯ সালে রোহিঙ্গা-সম্পর্কিত ঘটনা বেড়েছে ১০৫.৫০ শতাংশ। আর এ বছর সহিংস ঘটনা বেড়েছে ১০০ শতাংশ, অন্যদিকে অহিংস ঘটনা বেড়েছে ১০৮.৭০ শতাংশ। শুধু এক বছর সময়ে ঘটনাসমূহ দ্বিগুণ হারে বেড়েছে যার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

২০১৯ সালে ঘটে যাওয়া ৮০টি সহিংস ঘটনার মধ্যে মোট বন্দুকযুদ্ধ ১ থেকে বেড়ে ৩৯ এ দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি ঘটনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রোহিঙ্গাদের অপরাধী হিসেবে শনাক্ত করেছেন। এসব ঘটনার মধ্যে,

---

[9] Marsh, Sarah, and Redwan Ahmed. "Our only aim is to go home': Rohingya refugees face stark choice in Bangladesh". *The Guardian*, 4 November 2019, www.theguardian.com/global-development/2019/nov/04/our-only-aim-is-to-go-home-removal-plans-raise-tensions-in-rohingya-camp. Accessed 29 January 2020.

[10] Holzl, Verena. "For Rohingya women, refugee elections bring new opportunities – and new problems". *The New Humanitarian*, 26 August 2019, www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2019/08/26/Rohingya-women-refugee-elections. Accessed 28 January 2020.

[11] Al Jazeera. "Genocide Day: Thousands of Rohingya rally in Bangladesh camps". *Al Jazeera*, 25 August 2019, www.aljazeera.com/news/2019/08/day-thousands-rohingya-rally-bangladesh-camps-190825055618484.html. Accessed 26 January 2020.

[12] "Impacts of the Rohingya influx on the host communities". UNDP, 2018, https://bit.ly/38DFNrB. Accessed 28 January 2020.

[13] Vyawahare, Malavika. "Cox's Bazar: Rohingya camp to be hardest hit by climate change". *Al Jazeera*, 19 December 2018, www.aljazeera.com/indepth/features/cox-bazaar-rohingya-camp-hardest-hit-climate-change-181218233254118.html. Accessed 27 January 2020.

[14] **Violent Incident**: According to BPO Codebook: The reported incident involved the intentional use of physical force by an individual or group against another individual or group, in a manner that resulted or could have resulted in death, injury or any other form of physical harm to persons or property.

Non-violent Incident: According to BPO Codebook: The reported incident did not involve the intentional use of physical force by an individual or group against another individual or group, in a manner that resulted or could have resulted in death, injury or any other form of physical harm to persons or property, e.g. Arrest, Peaceful Protest, Rescue and Recovery.

২০টি ঘটনায় মাদক ব্যাবসায়ীদের অন্তর্ভূক্তি ও ৯টি ঘটনায় ডাকাতদের অন্তর্ভুক্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া বাকি ঘটনাগুলোতেও মৃতদের পাশে আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অপরাধমূলক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। অনেক সহিংস ঘটনায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পাশে অবস্থানরত মানুষদের জড়িত থাকার নমুনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩০টি নিপীড়নের ঘটনায় ও ৩টি সংঘর্ষের ঘটনায়, বাকী সহিংস ঘটনাগুলো রোহিঙ্গাদের নিজেদের মধ্যেই ঘটেছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও, আধিপত্য বিস্তার, পারিবারিক সহিংসতা, ব্যক্তিগত কলহ, ক্যাম্পের অভ্যন্তরে বা বাইরে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রমণগুলোও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পের বাসিন্দা কর্তৃক স্থানীয় বাসিন্দাদের আক্রমণ করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার দ্বিতীয় বছরে কক্সবাজারের টেকনাফে একজন যুবলীগ নেতা রোহিঙ্গাদের দ্বারা হত্যার শিকার হয় যা সেই সময় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।[15] অন্যদিকে ২০১৯ সালে ১৪৪ টি অহিংস ঘটনার মধ্যে গ্রেপ্তার, আটক, অভিযান, উচ্ছেদ অভিযান, উদ্ধার মামলা ইত্যাদি ঘটনাগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব ঘটনার মধ্যে ৪৪টি মাদক সম্পর্কিত, ২৮টি পাসপোর্ট জালিয়াতি সম্পর্কিত, ১৫টি মানব পাচার সম্পর্কিত ছিল, তাছাড়াও অনেক রোহিঙ্গাকে বিভিন্ন ঘটনায় ক্যাম্পের বাইরে থেকে আটক করা হয়। এবছরে রোহিঙ্গাদের মধ্যে ক্যাম্প ছেড়ে ভারত, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রবনতা বিভিন্ন খবরে উঠে এসেছে। ২০১৯ সালে এসব ঘটনার ব্যাপকতা অনেকটাই বেড়েছে। তবে এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তারা আইনগতভাবে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। সেজন্য তারা বিভিন্ন মানবপাচারকারী বা গোষ্টির খপ্পরে পড়ে। ২০১৯ সালের উপাত্ত বিশ্লেষন করে বলা যায়, অন্তত ৪৭৫ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে অথবা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করেছে। আবার অন্তত ২০১ জন রোহিঙ্গাকে মানবপাচার গোষ্টির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, অল্পসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে চট্টগ্রাম বিভাগের বাইরে থেকেও আটক করা হয়েছে যা গতবছরের মতই অপরিবর্তিত রয়েছে।

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ত্রাণ হিসেবে না পাওয়ায় রোহিঙ্গাদের কিছু কিছু খাবার কিনে খেতে হয় যার ফলে তাদেরকে ঋণের বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।[16] তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা-বাহিনী তাদের ক্যাম্পের ভিতরে অবস্থিত দোকানগুলো বন্ধ করে দিয়েছে যেগুলো থেকে তারা কিছুটা আয় করতে পারত। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের উপর বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে। সুতরাং, আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং বন্দিদশায় থাকার কারণে সৃষ্ট হতাশার কারণে তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[17] তাছাড়া, কিছু রোহিঙ্গা কিন্তু এই দেশে নতুন নয়, তারা মূলত ২০১৭ সালের আগস্ট থেকেই তাদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখছে।

---

[15] "Jubo League Leader Killed by Rohingyas", *The Daily Star*, 24 august 2019, , http://epaper.thedailystar.net/contents/2019/2019_08_24/content_zoom/2019_08_24_1_5_b.jpg , Accessed 25 January 2020.

[16] Bhatia, Abhishek & Mahmud, Ayesha & Fuller, Arlan & Shin, Rebecca & Rahman, Azad & Shatil, Tanvir & Sultana, Mahmuda & Morshed, K.A.M. & Leaning, Jennifer & Balsari, Satchit. (2018). "The Rohingya in Cox's Bazar: When the Stateless Seek Refuge". *Health and human rights (20)*. 105-122. December 2018, https://www.researchgate.net/publication/329988225_The_Rohingya_in_Cox's_Bazar_When_the_Stateless_Seek_Refuge, Accessed 28 January 2020.

[17] Marsh, Sarah and Redwan Ahmed. "Our only aim is to go home': Rohingya refugees face stark choice in Bangladesh". *The Guardian*, 4 November 2019, www.theguardian.com/global-development/2019/nov/04/our-only-aim-is-to-go-home-removal-plans-raise-tensions-in-rohingya-camp, Accessed 29 January 2020.

অবৈধ মাদক পাচারঃ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা

হাজেরা খানম
শারিন ফাতেমা

বিশ্বব্যাপী অবৈধ মাদক পাচার এবং সেবনের কারনে প্রতি বছর গোটা পৃথিবী জুড়ে ঝরছে হাজারো প্রান। এর একাংশ সহিংস অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার কারনে মৃত্যু মুখে পতিত হয় অথবা অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে উদ্‌ভূত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মৃত্যুবরণ করে। ২০১৯ এর বার্ষিক শান্তি প্রতিবেদন এর এই অংশে অবৈধ মাদক পাচার, সেবন, মাদকের অপব্যবহারের ফলে উদ্‌ভুত অপরাধ এবং এর ক্ষতিকারক দিক গুলো (সামাজিক ও পারিবারিক) নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমেই, মাদকদ্রব্য পাচার, সেবন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ধরন সমুহের বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে মাদকদ্রব্য পাচার, সেবন ও এর ফলে সৃষ্ট সহিংস ও অহিংস অপরাধ সমূহ এবং তা রোধে গৃহীত বর্তমান নীতিমালার ওপর আলোকপাত করা হবে। মূলত ২০১৮-১৯, এই দুই বছরের বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি এর সংগৃহীত উপাত্ত (সহিংস-অহিংস) নিয়ে মাদকদ্রব্যের পাচার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধের একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা হবে।

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে অবৈধ মাদক চোরাচালান জনিত অপরাধের বর্তমান চিত্র

বিশ্বব্যাপী আনুমানিক ৩.৫ কোটির অধিক মানুষ মাদকাসক্ত এবং এর ফলে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন- হেপাটাইটিস সি সৃষ্ট রোগ ও এইচ আই ভি'র সংক্রমণ ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।[18] জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি) এর ২০১৭ উপাত্ত অনুযায়ী, অন্তত ১৪ লক্ষ মাদকসেবী এইচ আই ভি এইডস এবং ৫৬ লক্ষ হেপাটাইটিস সি জনিত রোগে আক্রান্ত।[19] দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবী জুড়ে অতিরিক্ত মাদক সেবনের ফলে মৃত্যু ঘটেছে ৫৮৫,০০০ জনের এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় অনেক বেশি, অন্তত ১.২ কোটি মানুষ মাদকাসক্তির ফলে লিভার ক্যান্সারে ভুগছে এবং এইচআইভি পজিটিভ এ আক্রান্ত।[20] মাদক হিসেবে বিশ্বে সাধারানত আফিম, হেরোইন, কোঁকেন, মারিজুয়ানা, গাঁজা এবং মেথামফেটামিন সিন্থেটিক (ইয়াবা'র মূল উপাদান) বহুল প্রচলিত। জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস এর ২০১৯ উপাত্ত

[18] "World Drug Report 2019: Executive Summary". United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), 2019, https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf. Accessed 19 January 2020.
[19] *Ibid.*
[20] *Op.cit.*

অনুযায়ী, উত্তর-আমেরিকা, দক্ষিন-আমেরিকা এবং এশিয়া তে ১৮.৮ কোটির কাছাকাছি ব্যাক্তি মাদক হিসেবে সব চাইতে বেশি গাঁজার ব্যবহার করে থাকে।[21]

বর্তমানে এশিয়া মহাদেশ কৃত্রিম উপায়ে ক্ষতিকারক মাদকদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মহাদেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ গুলো যেমন- আফগানিস্তান এবং মিয়ানমার বর্তমানে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট মাদক হিসেবে বাজারাজতকরন এবং সেবনের উদ্দেশে উৎপাদন করে থাকে।[22],[23] জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস এর উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৮ সালে কেবল এশিয়া মহাদেশ থেকেই জব্দ করা হয়েছে ১১৬ টন ইয়াবা যেখানে ২০১৭ সালে এর পরিমান ছিল ৮৭ টন।[24]

মাদক পাচারের আন্তর্জাতিক রুট হিসেবে বহুল ব্যবহৃত গোল্ডেন ট্র্যায়াঙ্গেল (মিয়ানমার, লাওস, এবং থাইল্যান্ড) এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্ট' (আফগানিস্তান, ইরান, এবং পাকিস্তান) এর পাশাপাশি বর্তমানে মালদ্বীপ কে বিকল্প নিরাপদ নৌপথ হিসেবে মাদক পাচারকারিরা ব্যবহার করছে ।[25] এর কারন হল উপরেল্লেখিত দেশগুলোর সাম্প্রতিক সময়ে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়া এবং জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিসের সাথে একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিকভাবে মাদকদ্রব্য চোরাচালান নির্মূলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ।

অবৈধ মাদক ব্যবসা এবং সেবন দুটোই অপরাধ এবং নানান ধরনের অপরাধের সুত্রপাতের কারণ। মাদক সেবনের ফলে মানব মস্তিষ্কে এক ধরনের উত্তেজনা এবং সুখানুভূতির সৃষ্টি হয় যার কারনে মাদকাসক্ত ব্যক্তি এতে আসক্ত হয়ে পরে এবং পরবর্তীতে মাদক কেনার পর্যাপ্ত টাকা না থাকলে সে যে কোন অপরাধে জড়িয়ে পড়তেও দ্বিধা বোধ করে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ মাদক ব্যবসা এবং এর থেকে উপার্জিত কালো টাকা বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।[26] আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারী নেটওয়ার্ক গুলো তাদের কালো টাকা অন্য দেশে পাচার করে থাকে এবং সেই অর্থ অনেক সময় ক্যাসিনো ব্যাবসার অন্তরালে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা লেনদেন করা হয়ে থাকে, বিশেষ করে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এমনটি

[21] "World Drug Report 2019: Perspectives On Protecting Public Health". IDPC analysis of the UNODC World Drug Report 2019, http://fileserver.idpc.net/library/IDPC-analysis-to-UNODC-WDR-2019_EN.pdf. Accessed 16 January 2020.
[22] "Top 10 Countries known for Producing Opium". Listcrux.com, 2014, https://listcrux.co/top-10-countries-known-for-producing-opium/.
[23] "Myanmar cracking down on opium, but conflicts push drug trade - UN report shows less land being used to grow opium poppies, but conflicts hampering eradication programme", *Al jazeera*, 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/01/myanmar-cracking-opium-conflicts-fueldrug-trade-190110083026170.html. Accessed 15 January 2020.
[24] "Synthetic Drugs in East and South-East Asia-Trends and Patterns of Amphetamine-type Stimulants and New Psychoactive Substances". *UNODC*, March 2019, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/2019_The_Challenge_of_Synthetic_Drugs_in_East_and_SEA.pdf. Accessed 10 January 2020.
[25] "Maldives emerging as hub illicit drug trade". *WION*, 2018, https://www.wionews.com/world/opinion-why-is-maldives-emerging-as-hub-illicitdrug-trade-28848. Accessed 18 January 2020.
[26] "War and Drugs in Columbia". Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/colombia/war-and-drugs-colombia. Accessed 15 March 2020 .

বেশি দেখা যায়।[27] এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারি বাহিনীর কঠোর অবস্থানের কারনে মাদক পাচারকারিরা আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে ডার্ক নেটের মাধ্যমে মাদক কেনাবেচার নিরাপদ উপায় খুজে বের করেছে ।[28] জাতিসংঘের মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ বিষয়ক অফিস এর উপাত্ত অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ডার্ক নেটের মাধ্যমে আনুমানিক ১৪.৪ কোটি ডলারের সমতুল্য নিষিদ্ধ মাদক কেনাবেচা হয়েছে ।[29]

জাতীয় প্রেক্ষাপটে অবৈধ মাদক চোরাচালান জনিত অপরাধের বর্তমান চিত্র

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আনুমানিক ৭৫ লাখ এবং এর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ তরুণ এবং এরা কোন না কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।[30] বাংলাদেশে মাদকের অবাধে কেনা-বেচা এবং অপব্যবহারের অন্যতম কারন হল এর ভৌগলিক অবস্থান এবং মাদকের সহজলভ্যতা যা নিয়ন্ত্রনে আনা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদকের চোরাচালান নির্মূল এবং এর অপব্যবহার ঠেকাতে ২০১৮ সালের মে মাস থেকে সারাদেশে মাদক- নির্মূল অভিযান শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।[31] বাংলাদেশ পিস অবজারভেটরি (বিপিও) এর সংগৃহীত উপাত্ত ২০১৯ অনুযায়ী, সারাদেশে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত মোট ৩২৩৩ টি সহিংস-অহিংস ঘটনা ঘটেছে এবং এর মধ্যে সমগ্র দেশ ব্যাপী ১৩,৫৭৩ টি গ্রেপ্তারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[32] ২০১৯ এর বিপিও উপাত্ত অনুযায়ী এ সংক্রান্ত আহতের ঘটনা ঘটেছে মোট ৩৯৩ টি এবং নিহতের ঘটনা ঘটেছে ৩৭৯ টি। সারা বছরের সংগৃহীত এ উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, মাদকের চোরাচালান ও এর অপব্যবহারের কারনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার, মাদক নির্মূল অভিযানের সময় বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়া, মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারা যৌন নির্যাতনের ঘটনা সব চাইতে বেশি ঘটেছে।[33] এ বিষয়ে বিপিও উপাত্ত অনুযায়ী ২০১৯ সালে মোট ২৯ সহিংস ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে যেখানে নারী ঘরে এবং ঘরের বাইরে মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারা যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে।[34]

বিপিও এর সংগৃহীত ২০১৯ উপাত্ত অনুযায়ী মাদকের চোরাচালান এবং এর অপব্যবহারের কারনে সর্বোচ্চ সহিংসতার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে যেখানে ৮০৩ টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং এর মধ্যে মোট ২১৩ টি নিহত ও ১৯৯ টি আহতের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । সহিংস ঘটনার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ যেখানে মোট নিহতের ঘটনা ৬৩ টি এবং আহতের ঘটনা

---

[27] *Op.cit.*
[28] "Global Overview of Drug Demand and Supply". United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), 2019, https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_2_DRUG_DEMAND.pdf. Accessed 23 January 2020.
[29] *Ibid.*
[30] "43% of unemployed population addicted to drugs". *Dhaka Tribune*, 2019, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2019/02/27/43-ofunemployed-population-addicted-to-drugs. Accessed 20 January 2020.
[31] "Over 100 drug dealers surrender in Bangladesh crackdown". *Aljazeera*, February 2019, aljazeera.com/news/2019/02/drug-dealers-surrenderbangladesh-crackdown-190216165728814.html. Accessed 22 January 2020.
[32] Bangladesh Peace Observatory, http://peaceobservatory-cgs.org/#/. Accessed 27 January 2020.
[33] *Ibid.*
[34] *Op.cit.*

৭১ টি কিন্তু অহিংসতার দিক বিবেচনায় এ বিভাগে গ্রেপ্তারের মোট ৬১৭০ টি ঘটনা পাওয়া গেছে যা কিনা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় দ্বিগুন বা তার চাইতেও বেশি । তাছাড়া সবচেয়ে কম ঘটনা ঘটেছে ময়মনসিংহ বিভাগে এবং বরিশাল জেলায় সর্বনিম্ন সহিংসতার (নিহত-৪ টি , আহত-৬ টি) ঘটনা উঠে এসেছে এ উপাত্ত থেকে।

বিপিও এর ২০১৯ সালের সংগৃহীত উপাত্ত অনুযায়ী অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলায় সহিংসতার ঘটনা বেশি দেখা গেছে (নিহত- ১৪৮ টি এবং আহত- ৭৯ টি) এবং টেকনাফ উপজেলা সহিংস ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উঠে এসেছে। এ জেলায় মোট সংঘটিত ১৬৯ টি ঘটনার মধ্যে ১৬৩ টি ঘটনাই ঘটেছে টেকনাফ উপজেলায়। এমনকি মোট নিহত হওয়ার ১৪৮ টি ঘটনার মধ্যে ১১২ টি এবং ৭৯ টি আহত হওয়ার ঘটনার মধ্যে ৭১ টিই টেকনাফে সংঘটিত হয়েছে। এর অন্যতম কারন হল, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদকের চোরাচালান ও এর সাথে জড়িত সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের সক্রিয় অবস্থান। টেকনাফ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে নিয়মিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাদক—নির্মূল অভিযানের কারণে গ্রেপ্তারের ঘটনা ও তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে ঘটেছে।

এছাড়াও ২০১৯ এর বিপিও উপাত্ত অনুসারে সারাবছরে সংঘটিত সহিংস ঘটনার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মাদক চোরাচালানকারীদের বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটেছে ১৯২ টি এবং এর মধ্যে ১০৮ টি ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিভাগে এবং কক্সবাজার জেলায়। এছাড়াও মাদক চোরাচালানকারীদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারনেও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এই অঞ্চলে, যার ফলে দেশে অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলায় সহিংস ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে । অপরদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা তুলনামুলকভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে আছে যেখানে সারাবছরে মাত্র ৫ টি সহিংসতার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (মোট ৭৯ টি ঘটনার মধ্যে নিহত ৩ টি এবং আহত হওয়ার ঘটনা ২ টি)।

২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ এ সহিংস ঘটনার সংখ্যা কিছুটা কমে গেলেও সারাবছরে লিপিবদ্ধকৃত মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত অহিংস অর্থাৎ গ্রেপ্তারের মোট ঘটনার সংখ্যা বলতে গেলে অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে মোট ১৩,১১৬ টি গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে সেখানে ২০১৯ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৩,৫৭৩ তে। গত বছর সর্বমোট ঘটনা পাওয়া গেছে ২৭৩৪ টি সেখানে ২০১৯ সালে এ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে মোট ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে ৩২৩৩ টি। আগের বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত সহিংসতার ঘটনা বিশেষ করে নিহতের সংখ্যা অনেকাংশেই কমেছে। ২০১৯ সালে মাদক চোরাচালান সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনায় নিহত হয় ৩৭৯ জন আর ২০১৮ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪৬৯। এছাড়া ২০১৮ সালে এ সম্পর্কিত ঘটনায় আহত হন ৪৪৮ জন যা ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯৩ এ।

বিপিও উপাত্তের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ এ দুই বছরের সহিংস-অহিংস ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৯ সালে গ্রেপ্তারের ঘটনা ২০১৮ সালের তুলনায় কিছুটা বেশি সংঘটিত হয়েছে কিন্তু ২০১৮ এর মে-জুন মাসে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বিগত দুই বছরের অন্য যে কোন মাসের চাইতে বেশি ঘটেছে। ২০১৮ এর মে-জুন মাসে লিপিবপদ্ধ করা হয় চার হাজারেরও বেশি ঘটনা এবং এ সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গিয়ে ২০১৯ সালের

সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে সর্বনিম্ন ৫০০'র কম গ্রেপ্তারের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় ২০১৮ এর তুলনায় ২০১৯ এ সহিংস-অহিংস মোট ঘটনা বেড়ে গেলেও ঘটনার ধরন বিবেচনায় বিগত দুই বছরে শান্তি পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি সাধন বা পরিবর্তন হয় নি। দেশের মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের ২০১৯ উপাত্ত অনুযায়ী, শুধুমাত্র র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সারাদেশ থেকে ২০১৮ সালের মে মাস থেকে ২০১৯ এর মে পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে।[35],[36] এছাড়াও এ উপাত্ত অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৫৬,১৭৩ টি মামলা করা হয়েছে মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে। এছাড়া ২০১৯ সালে এ আইনে মোট বিচারাধীন মামলা উল্লেখ করা হয়েছে ৭২৭০ টি এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ৭৭৪০ জন।[37]

পরিশেষে বলা যায়, মাদকের চোরাচালান এবং এর অপব্যবহারের কারনে সমাজে বিভিন্ন অপরাধের সূত্রপাত হয়ে থাকে যা দেশ ও জাতির নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। অতিরক্ত মাদক সেবন এবং এতে আসক্তি পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে। দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কথা চিন্তা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাদক নির্মূলে সপ্রতিভ হয়ে সহায়তা করা ও সামাজিক অবক্ষয়ের কথা বিবেচনায় রেখে তরুণ সমাজকে মাদকের ক্ষতিকর আগ্রাসী দিক সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে বিপিও সারাদেশে সংঘটিত অপরাধসমুহের সহিংস-অহিংস উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে গোটা দেশের চলমান অবস্থার একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরেছে যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

[35] "Where does Bangladesh stand on drives against drug suspects?" *Dhaka Tribune*, 2019, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/05/25/where-does-bangladesh-stand-on-drives-against-drug-suspects. Accessed 17 January 2020.
[36] "Where does Bangladesh stand on drives against drug suspects?" *Dhaka Tribune*, 2019, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2019/05/25/where-does-bangladesh-stand-on-drives-against-drug-suspects. Accessed 17 January 2020.
[37] Department of Narcotic Control (DNC) Annual Drug Report Bangladesh, 2019, pp. 12-13.

গণ সহিংসতাঃ একটি সাময়িক বিশ্লেষণ

ফয়সাল বিন মাজিদ
নাসরিন জেবিন
আফনান নূর ভূঁইয়া

গণ সহিংসতা (Mob violence) বলতে এমন একটি নির্দিষ্ট ধরনের সহিংসতাকে বোঝায় যেখানে একটি দল কিংবা কিছু সংখ্যক মানুষ কোন সাধারণ ধারণা-মত, ধর্ম বা জাতিগত (পৌত্তলিক) লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে সহিংসতায় নিযুক্ত করে। যেমন সামাজিক বা ধর্মীয় সহিংসতা, দাঙ্গা, ঘর-বাড়ি বা দোকান লুটপাট এবং ভাংচুরের ঘটনায় গণ সহিংসতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ পিস অবসারভেটরি (বিপিও) এর সংজ্ঞা মতে, "গণ সহিংসতা একটি এক পাক্ষিক সংঘাত যেখানে সংঘাত সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ঐ নির্যাতিত ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী হতে অধিকতর শক্তিশালী। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে নির্যাতিত পক্ষ দুর্বল এবং সংখ্যায় লঘু, অপরদিকে সংঘাত সৃষ্টিকারী পক্ষ সবল এবং সংখ্যায় অধিক"।[38] উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি চুরির ঘটনায় ধরা পরা চোর- যার বিপক্ষে বেশ কিছু মানুষ তথা সাধারণ জনগণ এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো ধৃত চোরের শাস্তি প্রদান। উল্লেখ্য যে, গণ সহিংসতার সংজ্ঞায় যারা কর্তা হিসেবে যাচিত হন তারা সকলেই সাধারণ জনগণ। সুতরাং এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ধৃত চোরটি বা অপরাধী সংখ্যা ও শক্তি উভয় বিচারেই দুর্বল। অপরদিকে শাস্তি প্রদানকারী জনগণ অধিকতর শক্তিশালী ও সংখ্যাগুরু।

এই গণসহিংসতার আরেক ভিন্ন মাত্রা হচ্ছে বিনা বিচারে জনরোষে মৃত্যু (Lynching)। সাধারণত গণসহিংসতার চেয়ে কিছুটা বিস্তৃত বা যে সহিংসতা পরিমাপগতভাবে বড় হয়ে থাকে তাকেই Lynching বা বিনা বিচারে জনরোষে মৃত্যু বলা হয়। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ অনুযায়ী Lynching বলতে বোঝায়- "সংঘর্ষের এমন একটি ধরণ, যেখানে জনগণ বিচারের অযুহাতে বিনা বিচারে একজন অপরাধীকে ফাঁসিয়ে দেয় এবং প্রায়শই শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে মৃত্যু সংঘটিত করে থাকে"।[39] অন্য যে কোন ধরণের সংঘর্ষের (দাঙ্গা, বিদ্রোহ, সাম্প্রদায়িক হত্যাকান্ড, ইত্যাদি) সাথে জনরোষে মৃত্যু বা Lynching-এর বৈশিষ্ট্যগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও আধুনিক রাষ্ট্র বা পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোতে সমষ্টিগত সংঘাতের ধারণা তেমন নেই বললেই চলে; যদিও আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহে এর জোরালো উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও ২০১৪ থেকে (বিজেপি ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে) এই বিনা বিচারে জনরোষে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[40] বিভিন্ন গবেষণার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে এই গণ সহিংসতায় নিপীড়নের শিকার সকলেই তুলনামূলক দুর্বল, দরিদ্র, গৃহহীন, ভবঘুরে; জাতিগত বা ধর্মীয় বিবেচনায় সংখ্যালঘু, যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ, ভারতে মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ।

---

[38] Bangladesh Peace Observatory (BPO) Codebook
[39] Geoffrey Abbott, "Lynching: Mob Violence". *Encyclopedia Britannica*, 13 August 2019.
[40] Rupa Subramanya. "Has India become "Lynchistan?" July 2017. https://www.orfonline.org/expert-speak/has-india-become-lynchistan/. Accessed 10 February 2020.

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে ২০১৯ সালে গণসহিংসতার মাত্রাবৃদ্ধির হার নজরে আসার মতো। যেখানে হত্যা তথা নিহতের সংখ্যা যেমন ঊর্ধ্বমূখী, তেমনি জখম বা আহতের সংখ্যাও দৃষ্টি এড়ানোর মতো নয়- যা গণমাধ্যমসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গবেষক ও পেশাগত সক্রিয় ব্যক্তিদের কাছে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১৯ এর জুলাই মাসটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টিতে পদ্মাসেতু নির্মাণে দেবতার তুষ্টির জন্য শিশুদের মাথা লাগবে এমন গুজব লোকমুখে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে মানুষের মাঝে 'ছেলেধরা' নামক এক আতঙ্ক তৈরী হয়। এই সময় ঢাকাতে ছেলেধরা সন্দেহে এক মা কে স্কুলের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়াও গণপিটুনিতে নিহতের সারি দীর্ঘ হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বিপিও তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে মোট ১৮১টি গণসহিংসতার ঘটনা ঘটেছে যেখানে নিহতের সংখ্যা ৮০ এবং মারাত্মকভাবে জখম বা আহতের সংখ্যা ২৩০ । এর আগের দুই বছরে তথা ২০১৮ সালে এমন গণসহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ১১৫টি এবং মৃত্যু হয় ৪১ জনের; এবং ২০১৭ সালে মোট গণসহিংসতার ঘটনা ছিল ৯৬টি ও নিহতের সংখ্যা ৩৬ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে এই গণসহিংসতামূলক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৮৮%, যা ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯-এ দাড়ায় ৫৭% । একইভাবে ২০১৭ ও ২০১৮ সালের সঙ্গে ২০১৯ সালের তথ্যের তুলনামূলক বিবেচনায় দেখা যায়- গণসহিংসতার ফলে শতকরা মৃত্যু হার ৯৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১২২% এ।

যদিও বিগত তিন বছরে সহিংসতামূলক ঘটনার চিত্র ক্রমবর্ধমান, তাই বলে পূর্ববর্তী সময়কালে যে সে সংখ্যা খুব একটা ইতিবাচক ছিল এমনটা নয় । কেননা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে গড়ে প্রতিবছর গণ সহিংসতায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৩৭ জন, যদিও ২০১৬ সালে তা কমতে শুরু করে যেখানে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫১ জন।[41]
বাংলাদেশে সাধারণত চুরি, ছিনতাই, পকেটমার, যৌন নিপীড়ন, ছেলে ধরা, শারীরিক ভাবে হেনস্তা এবং ধর্ম নিন্দা সহ বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগেই গণসহিংসতামূলক ঘটনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বেশ কিছু ঘটনায় এমনও লক্ষ্য করা যায় যে শুধুমাত্র উপর্যুক্ত অপরাধ সমূহের সন্দেহভাজন হিসেবেই কিছু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল।

ছকঃ ২০১৯-এ গণসহিংসতার কারন সমূহ / অভিযোগসমূহ।

অভিযোগসমূহ	ঘটনার সংখ্যা
চুরি	৪১
অপহরণ	৩৫

[41] "1,164 lynched since 2009". *The New Age,* 25 July 2019.
http://epaper.newagebd.net/images/25_07_2019/regular_42526_news_1564001575.jpg. Accessed 12 February 2020.

বিবিধ	২৮
যৌন নির্যাতন	২২
ছিনতাই	১৬
ডাকাতি	১৪
দ্বন্দ্ব নিরসন	১১
হত্যা	৬
চাঁদাবাজি	৫
ধর্মনিন্দা	৩

(উৎসঃ বিপিও ওয়েবসাইট)

এসকল ঘটনার জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা দুর্বল বিচার ব্যবস্থা, সুশাসন ও সুষ্ঠু জবাবদিহিতার অভাবকেই প্রধান কারন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়াও যখন রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ জনগণের অনাস্থা সৃষ্টি হয় তখন ক্ষুব্ধ জনতার মাঝে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে- সন্দেহভাজনকে বিচারবিহীন মৃত্যুদন্ডের মত চূড়ান্ত শাস্তিও ভোগ করাতে পারে।[42]

অপরদিকে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন একটি জনপ্রিয় মাধ্যম যেখানে ভুল তথ্য ভুল ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে খুব সহজেই যে কোন গুজব ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। 'পদ্মাসেতু নির্মাণে শিশুর মাথা লাগবে'- এমন গুজব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় কমপক্ষে ৩৫টি গণসহিংসতার ঘটনা ঘটে ২০১৯ সালে।[43] আবার ধর্মের প্রতি নিন্দা ও একসাথে বিদ্বেষমূলক বার্তাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে মুহূর্তেই।

বাংলাদেশে গণসহিংসতার মাত্রা এখনও জাতিগত/গোষ্ঠীগত বিদ্বেষে পৌছেনি। যদিও গতবছর রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কিছু ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় এবং বিপিও'র উপাত্ত অনুযায়ী এমন ১২টি ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়, যেখানে মৃতের সংখ্যা মাত্র ১ জন এবং আহতের সংখ্যা ২০ জন । এদের মধ্যে কক্সবাজার ও বান্দরবানে ২টি ঘটনা ঘটে এবং বাকি ঘটনাগুলো খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সংঘটিত হয় । কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুধু চুরির অভিযোগে কয়েকজন রোহিঙ্গাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে । অন্যদিকে শিশু অপহরণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ মূলধারার পত্রিকায় প্রতিবেদন, যেমন- রোহিঙ্গাদের জন্য কক্সবাজার এলাকায় সাধারণ জীবন-যাপন ব্যাহত হচ্ছে, অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে, ইত্যাদি যা জনমনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরী করছে। তবে এ ধরনের ঘটনাকে জাতিগত দ্বন্দ্ব বলা যায় কিনা তা এখনো

[42] "Mob Lynching and Cry for Justice". *The New Age,* 26 July 2019. http://www.newagebd.net/article/79667/mob-lynching-and-the-cry-for-justice. Accessed 13 February 2020.
[43] Bangladesh Peace Observatory (BPO). http://peaceobservatory-cgs.org/

বিস্তর আলোচনার বিষয় । শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই নয় বরং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এবং বহুমাত্রিক গবেষণার সংযোগে সে সিদ্ধান্তের উপসংহারে আসা যেতে পারে।

ভুয়া সংবাদ ও গণপিটুনির যোগসূত্র

এফ এম আরাফাত

২০১৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকা শহরের উত্তর বাড্ডার একটি বিদ্যালয়ের সামনে 'ছেলে-ধরা' সন্দেহে কিছু উত্তেজিত জনতার বেধড়ক গণপিটুনিতে নিহত হন তাসলিমা বেগম রেনু নামের এক মহিলা। পরে জানা যায় ঐ মহিলা তার নিজের দুই সন্তানের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য নিতে উক্ত বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন।[44] 'ছেলে-ধরা' গুজবটির উৎপত্তি হয় মূলত একটি ফেসবুক লেখনী থেকে যেখানে নেত্রকোনায় কোন একজন ব্যক্তির কাছে সাতটি শিশুর কর্তিত মস্তক পাওয়া গিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[45] অপর আরেকটি লেখনীতে বলা হয় পদ্মা সেতু নির্মানের জন্য শিশুদের রক্ত এবং মুণ্ডুর প্রয়োজন তাই এগুলো সংগ্রহ করতে একদল ছেলে-ধরা মাঠে নেমেছে। উভয় লেখনী ই দ্রুত সামাজিক মাধ্যমগুলোয় প্রচার হয় এবং ব্যাপক পরিসরে জনমনে আতঙ্ক তৈরি করে। ২০১৯ সালে 'ছেলে-ধরা' সন্দেহে গনপিটুনিতে তাসলিমার মতো আরও আট জন প্রাণ হারান।[46] তথাকথিত 'স্বার্থান্বেষী মহল' কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভুয়া এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর ফলশ্রুতিতে এই ঘটনাগুলো গোটা ২০১৯ সালে বাংলাদেশে নিত্যনৈমত্তিক বিষয় হয়ে ওঠে। ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ থেকে যে 'ছেলে-ধরা' গুজবের সৃষ্টি এবং যা থেকে গণপিটুনির উৎপত্তি প্রায় একই সময়ে তা ছোঁয়াচে রোগের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোন ভুল এবং বানোয়াট তথ্যকে সত্যের মতো করে প্রচার (বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে) করাই 'ভুয়া সংবাদ' যার পেছনে জনমতকে কুপ্রভাবিত করার অপপ্রয়াস থাকে। ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারনে এখন যে কেউ খুব সহজেই যেকোন সংবাদ পরিবেশন এবং ছড়িয়ে দিতে পারে।

২০১৯ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারকারী রয়েছে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১.১%।[47] ফেসবুক, টুইটার এবং হোয়াটসঅ্যাপে দৈনিক অজস্র সংবাদ তৈরি হয় যার মধ্যে প্রচুর মিথ্যা, বানোয়াট বা ভুয়া সংবাদ থাকাটা খুব স্বাভাবিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসব ভুয়া সংবাদের অবাধ প্রচার বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক বিভক্তির মতো শোচনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভুয়া সংবাদ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, গণপিটুনিতে হত্যা ইত্যাদির মতো যেকোন ধরণের সহিংসতার জন্ম দিতে পারে। যদিও গুজবের উপর ভিত্তি করে সহিংসতা ছড়ানোর ঘটনা বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন নয়।

---

[44] "'No-one listened to what she said': Witnesses recount lynching of a mother in Bangladesh". *Bdnews24.com*, 24July 2019, https://bdnews24.com/bangladesh/2019/07/24/no-one-listened-to-what-she-said-witnesses-recount-lynching-of-a-mother-in-bangladesh. Accessed 12 January 2020.

[45] "Bangladesh lynchings: Eight killed by mobs over false child abduction rumours". *BBC*, 24 July 2019, https://www.bbc.com/news/world-asia-49102074. Accessed 10 January 2020

[46] "Bangladesh: eight lynched over false rumours of child sacrifices". *The Gurdian*, 25 July 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/bangladesh-eight-lynched-over-false-rumours-of-child-sacrifices. Accessed 11 January 2020.

[47] "Facebook users in Bangladesh December 2019". *NapoleonCat*, https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-bangladesh/2019/12. Accessed 15 January 2020.

অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক অস্থিতিশীলতা জন্ম নিচ্ছে এসব ভুয়া সংবাদের কারনে যাকে বিশেষজ্ঞরা 'ডিজিটাল সাম্প্রদায়িকতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[48] সম্প্রতি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর এমন ধরনের হামলার বেশ কিছু নজির পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ২০১২ সালের রামুর ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে ভুয়া সংবাদ থেকে সৃষ্ট গণপিটুনির নানা রকম উপসর্গ দিন দিন দৃশ্যমান হচ্ছে যার সাথে ভারতে গো-হত্যা নিয়ে উদ্‌ভুত গণপিটুনির মিল রয়েছে অনেকাংশে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া 'ছেলে ধরা' গুজবে গণপিটুনির ঘটনা ভারতেরও একটি নিত্যনৈমত্তিক বিষয়। ভারতীয় ইন্দিয়াস্পেন্ড নামক একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জানুয়ারী ২০১৭ থেকে জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত ভারতে ৬৯ টি 'ছেলে-ধরা' গুজবের শিকার হয়ে প্রায় ৩৩ জন নিহত এবং ৯৯ জন আহত হয়েছে।[49]

ভুয়া সংবাদ থেকে সৃষ্ট গণপিটুনি ব্যপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর ভিত্তি করে গণপিটুনির ঘটনা প্রথমে ভারতে শুরু হয়ে তা বাংলাদেশে ছড়িয়েছে। একই ভাবে দুই দেশেই 'ছেলে-ধরা' গুজবের কারনে যে সকল গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে তার কোথাও কোন অপহৃত শিশু অথবা কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উদ্ধারের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দুই দেশের ক্ষেত্রেই এসব সহিংসতায় লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হচ্ছে সংখ্যালঘুরা যদিও দেশ ভেদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভিন্ন। সর্বোপরি বলা যায়, উভয় দেশেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ভাবে ভুয়া সংবাদের প্রচার ও প্রসার দুষ্কৃতিকারীদের গণপিটুনির ঘটনা ঘটাতে প্ররোচিত করছে। এর ফলশ্রুতিতে বেশ কিছু গুরুতর গণপিটুনির ঘটনাও ঘটেছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে অনেকক্ষেত্রে এসবের পেছনে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ইন্ধন যোগানোরও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অবাধ ব্যবহারের কারনেই যে ভুয়া সংবাদ ব্যাপক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ছে একথা কারও অজানা নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যে সংবাদ নিছক বিনোদনের জন্য তা সহিংসতায় রুপ নিচ্ছে অনেকক্ষেত্রে। ফেসবুক, গুগল এবং এসব প্লাটফর্মের বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার কারনে এসব সংবাদ দেশের শান্তি বিনষ্ট করে দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলছে আবার কখনওবা অভিশাপ হয়ে নেমে আসছে ব্যক্তিগত জীবনে। ভুয়া সংবাদ সত্যকে 'সত্য-উত্তর বাস্তবতা'র দ্বারা প্রতিস্থাপিত করছে যেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার কোন স্থান নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উদ্ভাবন এবং ভুয়া সংবাদের ব্যাপকতার ভিড়ে প্রকৃত সত্য আজ কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

[48] Al-Zaman, Md Sayeed. "Digital Disinformation and Communalism in Bangladesh." (2019).
[49] Saldanha, Alison, Pranav Rajput & Jay Hazare. "Child-Lifting Rumours: 33 Killed In 69 Mob Attacks Since Jan 2017. Before That Only 1 Attack In 2012". *Indiasped*, 9 July 2018. https://www.indiaspend.com/child-lifting-rumours-33-killed-in-69-mob-attacks-since-jan-2017-before-that-only-1-attack-in-2012-2012/. Accessed 10 January 2020.

বিশ্বের ইতিহাসে গুজব সৃষ্ট সহিংসতার ঘটনা যদিও নতুন কিছু নয় তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভুয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে উদ্‌ভূত ঘটনা বাংলাদেশের নিরিক্ষে নতুন-ই বলা চলে যা দৈনন্দিন সাধারণ কথোপকথন সমূহকেও ব্যহত করছে। তদুপরি, সম্প্রতি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরেক ধরনের খবর ভাইরাল হতে দেখা যাচ্ছে, তা হলো মরণব্যধি 'কোভিড-১৯' এবং ডেঙ্গু জ্বরের নানা রকমের ভুল প্রতিষেধক যার সেবন ভয়াবহ স্বাস্থ্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

ভুয়া সংবাদ বিষয়টির সংবেদনশীলতার ফলস্বরূপ আজকাল সভা সেমিনারে বারংবার গণপিটুনি, শিশু অপহরণ এবং মানব বলিদানের মতো গুজব নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যায়। যেসকল একাউন্ট বা ওয়েব সাইট এসকল ভুয়া সংবাদ তৈরি এবং পরিবেশন করছে তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে আর সাথে বাড়ছে ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। অন্যকথায়, ভুয়া সংবাদের আধিপত্যে প্রকৃত সংবাদ ম্লান হচ্ছে। উপরন্তু, ভুয়া সংবাদগুলো অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়ে প্রকৃত সংবাদগুলোর চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও সংবেদনশীল পন্থায় পরিবেশন করা হচ্ছে। ভুয়া সংবাদ দিন দিন প্রাণহানির কারন হয়ে উঠছে তাই অনতিবিলম্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া সংবাদের বিস্তৃতি রুখতে বিষয়টিকে যুগোপযোগী আইনের আওতায় আনা অত্যন্ত জরুরী।

E-mail: cgs@du.ac.bd
Telephone: PABX 88-2-9661900, Ext. 4647

Supported by

© 2020 Centre for Genocide Studies, University of Dhaka.